দক্ষতা কার্যক্রম আধুনিকায়ণে স্কিলস ডেভলপমেন্ট রিফর্ম এজেন্ডা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:
কার্যকর ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এনএসডিএ (NSDA) এর কাঠামোগত সংস্কার প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরণ

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre
Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবের পটভূমিতে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলের সমন্বিত প্রয়াসে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসাবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(এনএসডিএ) দক্ষতা কার্যক্রম আধুনিকায়নে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের বিপুল কর্মক্ষম যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যেই এনএসডিএ কাজ করে যাচ্ছে।

নতুন রাষ্ট্র গঠনের অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে "দক্ষতা কার্যক্রম আধুনিকায়নে স্কিলস ডেভলপমেন্ট রিফর্ম এজেন্ডা, ২০২৫-২৬" প্রস্তাবনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সময়াবদ্ধ এই সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেকার যুব সমাজকে কর্মোপযোগী করা সহজতর হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মো: জোহর আলী
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), যুগ্মসচিব, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, আগারগাও, ঢাকা
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ
- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ
- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোটি টেকসইকরণের কৌশল হবে

পটভূমি :

বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতি এবং বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে "জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ" (Demographic Dividend)-এ পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে বিচ্ছিন্নভাবে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। এই Fragmented approach এর কারণে প্রায়শই সমন্বয়হীনতা, প্রশিক্ষণের গুণগত মানের অভাব এবং শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদার সাথে অসামঞ্জস্যতা দেখা যেত। ফলে একদিকে যেমন শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি ছিল, তেমনি অন্যদিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রায়শই কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে হিমশিম খেত।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জন, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য একটি সুসংহত, শক্তিশালী এবং একক দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামো সময়ের দাবি হয়ে ওঠে। দেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এর সামগ্রিক তদারকি নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে "জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮"-এর মাধ্যমে NSDA প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের সকল দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং নীতি নির্ধারণে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করা। NSDA-এর গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন খাতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, যা দেশের মানবসম্পদকে বিশ্বমানের উপযোগী করে গড়ে তোলার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বর্তমান চিত্র :

(ক) অভ্যন্তরীণ চিত্র: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন খাতে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। অভ্যন্তরীণভাবে NSDA একটি ক্রমবর্ধমান কাঠামো নিয়ে কাজ করছে যা দেশের বিশাল মানবসম্পদকে দক্ষ করে তোলার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সচেষ্ট।

সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল: NSDA প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয় এবং এর একটি নির্দিষ্ট অর্গানোগ্রাম রয়েছে যেখানে নির্বাহী চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ৪ জন সদস্য, বিভিন্ন পরিচালক, উপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করছেন। এই জনবল বিভিন্ন বিভাগ ও শাখায় বিভক্ত, যেমন – পরিকল্পনা ও দক্ষতামান, সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট, প্রশাসন ও অর্থ, নিবন্ধন ও সনদায়ন ইত্যাদি। তবে, দ্রুত সম্প্রসারিত কার্যপরিধির তুলনায় জনবলের সংখ্যা এবং তাদের বিশেষায়িত দক্ষতার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি রয়েছে যা পূরণের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও নতুন নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

নীতি ও মান নিয়ন্ত্রণ: NSDA বর্তমানে দেশের সকল দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য একটি সমন্বিত নীতি ও মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (BNQF) বাস্তবায়ন যা বিভিন্ন স্তরের দক্ষতার স্বীকৃতি ও মান নির্ধারণে সহায়তা করে। সংস্থাটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, কোর্স স্বীকৃতি, অ্যাসেসর ও প্রশিক্ষকদের নিবন্ধন এবং তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে। কারিকুলাম আধুনিকায়ন এবং শিল্প খাতের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরির কাজও চলমান।

সমন্বয় ও অংশীজন সম্পর্ক: NSDA বিভিন্ন সরকারি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা (যেমন - শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়), শিল্প দক্ষতা পরিষদ(ISC), বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, চেম্বার অফ কমার্স এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। এই সমন্বয় দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্বৈততা দূর করতে এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে সহায়ক।

ডিজিটালাইজেশন ও প্রযুক্তির ব্যবহার: NSDA তার অধিকাংশ কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশন করেছে এবং অবশিষ্ট কার্যক্রম ডিজিটাইজড করার চেষ্টা করছে। অনলাইন পেমেন্ট, অনলাইন আবেদন দাখিল এবং একটি সমন্বিত ডেটাবেস তৈরির মতো উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ দিক: NSDA-এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে, যেমন - আধুনিক প্রযুক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার, পর্যাপ্ত দক্ষ জনবলের অভাব, বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বজায় রাখা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল শ্রমবাজারের সাথে তাল মিলিয়ে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু হালনাগাদ করা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় NSDA তার অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং অংশীজনদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, NSDA একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশের দক্ষতা উন্নয়নে তার ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট।

(খ) বাহ্যিক চিত্র: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) বর্তমানে বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন খাতের প্রধান সমন্বয়ক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করছে। বাহ্যিকভাবে, NSDA দেশের শ্রমবাজারের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যবধান কমাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, যেমন - শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোকে এক ছাতার নিচে আনতে কাজ করছে।

NSDA বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, শিল্প দক্ষতা পরিষদ, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং চেম্বার অফ কমার্স-এর মতো অংশীজনদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। তাদের কাছ থেকে শ্রমবাজারের চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে NSDA প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি ও হালনাগাদে সহায়তা করছে। আন্তর্জাতিকভাবে, NSDA বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যেমন - ILO, EU, Australia এবং GIZ-এর সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব স্থাপন করেছে যা বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন খাতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং শ্রেষ্ঠ অনুশীলনগুলো বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে।

তবে, বাহ্যিকভাবে NSDA কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো সকল অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা এবং নীতিমালাগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা। এছাড়াও, দেশের বিশাল অসংগঠিত খাতের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের আওতায় আনা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটানোর জন্য দ্রুত সাড়া দেওয়া একটি চলমান চ্যালেঞ্জ। NSDA তার বাহ্যিক সম্পর্ক ও কার্যক্রমের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে বাংলাদেশের জনশক্তিকে বৈশ্বিক শ্রমবাজারের জন্য উপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সবল ও দুর্বল দিক বিশ্লেষণ এবং সুযোগ ও ঝুঁকি পর্যালোচনা (SWOT Analysis):

Strengths (শক্তি):

১। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে: সরাসরি প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে হওয়ায় NSDA-এর নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে উচ্চ পর্যায়ের সমর্থন এবং কর্তৃত্ব রয়েছে যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে।

২। আইনগত ভিত্তি: 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮' দ্বারা গঠিত হওয়ায় এর আইনি সক্ষমতা এবং ম্যান্ডেট সুনির্দিষ্ট।

৩। বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (BNQF): BNQF বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মানদণ্ড নির্ধারণ ও স্বীকৃতি প্রদানে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি হচ্ছে।

৪। আন্তঃ-সংস্থা সম্পর্ক: বিভিন্ন শিল্প খাত, সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের (যেমন ILO, EU, ADB, World Bank) সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে।

৫। নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা: সকল দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের মান নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ এবং অনুমোদনের ক্ষমতা থাকায় এটি একটি শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে।

৬। উন্নত কর্মপরিবেশ: এ অফিসের কর্মপরিবেশ খুব সুন্দর যা তার কর্মীবাহিনীকে কাজ করতে উৎসাহী করে তোলে।

Weaknesses (দুর্বলতা):

১। সমন্বয়হীনতা: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অধীনে থাকা দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোকে সম্পূর্ণরূপে এক ছাতার নিচে আনা এবং কার্যকর সমন্বয় সাধন করা এখনো একটি চ্যালেঞ্জ।

২। প্রশিক্ষণ উপকরণের অপ্রতুলতা: আধুনিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত এবং হালনাগাদ প্রশিক্ষণ উপকরণের অভাব রয়েছে।

৩। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার: অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম এবং সেবাপ্রদান কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক হলেও সম্পূর্ণভাবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর নয়।

৪। পর্যাপ্ত জনবল ও দক্ষতা ঘাটতি: NSDA-এর দ্রুত সম্প্রসারিত কার্যপরিধির তুলনায় প্রশিক্ষিত ও বিশেষায়িত জনবলের ঘাটতি রয়েছে।

৫। মাঠ পর্যায়ে দুর্বলতা: নীতিমালা প্রণয়ন হলেও, তৃণমূল পর্যায়ে বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।

৬। সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা: অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থার ন্যায় এনএসডিএ এর কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা কম থাকায় কাজকর্মে মনোযোগের অভাব দেখা যায়।

Opportunities (সুযোগ):

১। জনসংখ্যাগত লভ্যাংশ: বাংলাদেশের বিশাল তরুণ ও কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে এটিকে অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত করার বিশাল সুযোগ।

২। বৈদেশিক রেমিটেন্স বৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরি ও রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিটেন্সের পরিমাণ বৃদ্ধি।

৩। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি: দেশের পোশাক, আইটি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও নির্মাণ শিল্পের দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে দক্ষ জনবলের চাহিদা বাড়ছে।

৪। ডিজিটালাইজেশনের সুযোগ: অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ই-লার্নিং এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের পরিধি ও সহজলভ্যতা বাড়ানোর সুযোগ।

৫। উন্নয়ন সহযোগীদের সমর্থন: আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও দাতা দেশগুলোর দক্ষতা উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তার সুযোগ।

৬। দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর পর্যাপ্ততা: দেশে বর্তমানে এনএসডিএ নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩০০ এর বেশি যা আরো বৃদ্ধি পাছে।

Threats (ঝুঁকি):

১। শ্রমবাজারের দ্রুত পরিবর্তন: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে শ্রমবাজারের চাহিদা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যা বিদ্যমান দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারে।

২। প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা: বৈশ্বিক প্রযুক্তির সাথে তাল মেলাতে না পারলে দেশের দক্ষ জনবল পিছিয়ে পড়বে।

৩। সমন্বয়হীনতা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার সমন্বয়হীনতা NSDA এর কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

৪। নিম্নমানের প্রশিক্ষণ: অপর্যাপ্ত মান নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্বল প্রশিক্ষণ প্রদানের কারণে দক্ষ কর্মীর ঘাটতি বজায় থাকতে পারে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সুনাম ক্ষুন্ন হতে পারে।

৫। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর সামাজিক মর্যাদার অভাব।

৬। National Action Plan সম্পর্কে অজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অনেকেই National Action Plan সম্পর্কে অবহিত নয়।

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম (Practice Reform)

১.১ আবেদন দাখিল পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও অনলাইন পদ্ধতির প্রবর্তন

প্রেক্ষাপট:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (NSDA) বিদ্যমান আবেদন দাখিল পদ্ধতিতে সেবাগ্রহীতাদের খরচ বেশি হয়, সময় বেশি লাগে এবং সর্বোপরি হয়রানির শিকার হয়। এজন্য আবেদন অনলাইনে দাখিল করা হলে সেবাগ্রহীতাদের সময় ও খরচ বাঁচবে এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়বে। এটি কাগজবিহীন অফিস নিশ্চিত করবে ও NSDA-এর কার্যক্রমকে আরও দক্ষ ও গতিশীল করে তুলবে।

উদ্দেশ্য:

সেবাপ্রদানকে সহজ, স্বচ্ছ এবং দ্রুত করাই এর লক্ষ্য। এটি সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি ও খরচ কমানোর পাশাপাশি NSDA এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমকে আরও দক্ষ ও গতিশীল করবে।

প্রভাব:

সেবাপ্রদান ও তথ্যের নিরাপত্তা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত হবে এবং কাগজের ব্যবহার কমে আসবে। ফলে অফিস পরিবেশবান্ধব হবে। এছাড়া NSDA-এর বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেবা প্রদান কার্যক্রম গতিশীল হবে।

সহযোগিতায়:

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগের প্রধান সূচক (KPI) হবে অনলাইন আবেদনের হার, আবেদন নিষ্পত্তির সময় হ্রাস এবং ব্যবহারকারী সন্তুষ্টির মাত্রা। এই সূচকগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পদ্ধতির সফলতা পরিমাপ করা হবে।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

১.২ এনএসডিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজনদের অবহিতকরণ ও মতামত গ্রহণ

পটভূমি:

দক্ষতা সেক্টরে দেশের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) ২০১৯ খ্রি তার কার্যক্রম শুরু করে। নতুন এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজনদের অনেকেই অবহিত নয় এবং এর সম্পর্কে কোনো মতামতও গ্রহণ করা হয় না। এজন্য অফলাইনের পাশাপাশি অংশীজনদের কার্যকরভাবে অবহিত করতে অনলাইন পদ্ধতিও ব্যবহার করা প্রয়োজন। অনলাইনে তথা একটি সমন্বিত পোর্টাল, নিয়মিত ই-নিউজলেটার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় উপস্থিতি ও ওয়েবিনারের মাধ্যমে এবং অফলাইনে, কর্মশালা, সেমিনার, লিফলেট এবং স্থানীয় পর্যায়ে সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছেও দ্রুত তথ্য পৌঁছে দেওয়া ও মতামত গ্রহণ সম্ভব। এই মিশ্র পদ্ধতি NSDA-এর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

উদ্দেশ্য:

অংশীজনদের মধ্যে NSDA এর নীতিমালা, সুযোগ-সুবিধাসহ সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ফিডব্যাক গ্রহণ করাই এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

প্রভাব:

এ সংস্কারের ফলে NSDA এর প্রতি অংশীজনদের আস্থা বাড়বে, উভয়ের মধ্যে একটি কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য সেতুবন্ধন তৈরি হবে এবং সর্বোপরি NSDA-এর ভাবমূর্তি উন্নয়নেও সাহায্য করবে।

সহযোগিতায়:

সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান) এবং সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন)।

মূল্যায়ন:

এ কার্যক্রম মূল্যায়নের প্রধান সূচক (KPI) হবে অনলাইন পোর্টাল ও সামাজিক মাধ্যমের ফলোয়ার সংখ্যা, ওয়েবিনার ও ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা এবং অংশীজন সন্তুষ্টির মাত্রা।

পাইলটিং:

অংশীজনদের মধ্যে NSDA এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অফলাইনে জেলা পর্যায়ে ৫টি এবং অনলাইনে ৫টি সেমিনার আয়োজন।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৭

১.৩ প্রশিক্ষণসামগ্রীর (CS, CAD, CBC, CBLM, Tools) আধুনিকায়ন ও পুনঃনিরীক্ষণ (Review)

প্রেক্ষাপট:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এর বিদ্যমান প্রশিক্ষণসামগ্রী (CS, CAD, CBC, CBLM, Tools) শ্রমবাজারের দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদা এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তির সাথে তাল মেলাতে সক্ষম হচ্ছে না। এজন্য সর্বশেষ প্রযুক্তি, ইন্টারেক্টিভ মডিউল ও বাস্তবভিত্তিক কেস স্টাডি অন্তর্ভুক্তি এবং প্রশিক্ষণসামগ্রীর পুনঃনিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান বাড়ানো সম্ভব। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা দেশি এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারের জন্য আরও উপযোগী হয়ে উঠবে এবং তাদের কর্মসংস্থান সহজতর হবে।

উদ্দেশ্য:

এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি, নতুন প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্য আনা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

প্রভাব:

আধুনিকায়নের ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা অত্যাধুনিক দক্ষতা অর্জন করতে পারবে যা তাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। এর ফলে দেশের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে।

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগের মূল্যায়নের জন্য প্রধান সূচক (KPI) হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান হার, নিয়োগকর্তাদের সন্তুষ্টি, এবং প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষতা মূল্যায়নে প্রাপ্ত স্কোর।

সহযোগিতায়:

সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) এবং সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন)।

পাইলটিং:

১০টি CS ও Tools প্রণয়ন/ আধুনিকায়ন।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান) এবং সদস্য (সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৭

১.৪ কর্মে উৎসাহী ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর কর্মসূচির প্রবর্তন

প্রেক্ষাপট:

এনএসডিএ'তে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য কোনো ধরনের প্রণোদনামূলক বা কল্যাণকর কর্মসূচি চালু না থাকায় কর্মচারীরা কর্মে উৎসাহ হারান, চাকরি পরিত্যাগ করেন, সময়মত কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হন। ফলশ্রুতিতে অফিসের কার্যক্রমে গতি হারায় এবং কখনও কখনও স্থবিরতা বিরাজ করে । এজন্য সকল কর্মচারীকে কর্মে উৎসাহী ও নিবেদিতপ্রাণ করার জন্য কল্যাণকর কর্মসূচির প্রবর্তন করা অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য:

এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো কর্মচারীদের মনোবল, কর্মস্পৃহা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করা। এর মাধ্যমে কর্মীরা আরও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করতে উৎসাহিত হবে।

প্রভাব:

এর ফলে এনএসডি'র সামগ্রিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বাড়বে, যোগ্য কর্মী ধরে রাখা সহজ হবে এবং অনুপস্থিতির হার কমবে। এতে এনএসডিএ এর সুনামও বাড়াবে।

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগের প্রধান সূচক (KPI) হবে কর্মচারীদের সন্তুষ্টির হার, প্রতিষ্ঠানে কর্মী ধরে রাখার হার এবং অনুপস্থিতির হার হ্রাস।

সহযোগিতায়:

পরিকল্পনা ও দক্ষতামান অনুবিভাগ এবং নিবন্ধন ও সনদায়ন অনুবিভাগ।

পাইলটিং:

এনএসডিএ'র বিদ্যমান প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৪ চালুকরণ।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

২.১ সেবা প্রদান কার্যক্রম হালনাগাদকরণ ও সকল সেবা অনলাইনে প্রদান

পটভূমি:

এনএসডিএ'র সেবা প্রদান কার্যক্রম হলো সনাতন এবং ম্যানুয়াল ও অনলাইন উভয় পদ্ধতির মিশ্রণ যার ফলে সেবা প্রদানে জটিলতা, সময়ক্ষেপণ ও স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে সেবাগ্রহীতারা হয়রানির শিকার হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। এ সমস্যা সমাধানের জন্য সেবা প্রদান কার্যক্রম হালনাগাদকরণ ও সকল সেবা অনলাইনে প্রদান একান্ত অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য:

এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো সেবাকে সহজ, দ্রুত এবং ব্যয়সাশ্রয়ী করা এবং দ্রুততম সময়ে সেবাগ্রহীতার দোরগোড়ায় পৌছানো। এছাড়া সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি কমানো এবং এনএসডিএ-এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমকে আরও দক্ষ করা।

প্রভাব:

এ উদ্যোগের ফলে সেবার মান উন্নত হবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে এবং দেশব্যাপী সকল সেবাগ্রহীতার সেবা প্রাপ্তি সহজ হবে। এর ফলে এনএসডিএ-এর সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতা:

পরিকল্পনা ও দক্ষতামান অনুবিভাগ এবং প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ।

পাইলটিং:

প্রশিক্ষণার্থীদের এনএসডিএ'র সনদের করণিক ভুল সংশোধন প্রক্রিয়া হালনাগাদ ও ডিজিটাইজড (অনলাইন) করা।

মূল্যায়ন:

এ কার্যক্রম মূল্যায়নের প্রধান সূচক (KPI) হবে অনলাইন সেবার ব্যবহারকারীর সংখ্যা, সেবা প্রাপ্তিতে সময় হ্রাস, সেবাগ্রহীতা সন্তুষ্টির মাত্রা এবং কাগজের ব্যবহার কমে আসা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

২.২ মনিটরিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও অনলাইন মনিটরিং পদ্ধতির প্রবর্তন।

প্রেক্ষাপট:

সনাতন ম্যানুয়াল মনিটরিং প্রক্রিয়ার নানাবিধ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এর মাধ্যমে দক্ষ ও কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভপর হচ্ছে না। এনএসডিএ (NSDA)-এর কার্যক্রম সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা অপরিহার্য। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ট্রেইনার, অ্যাসেসর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মনিটরিং এর আওতায় আনলে কাজের অগ্রগতি, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে ত্রুটি দ্রুত চিহ্নিত ও সমাধান করা যাবে যা সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং এনএসডিএ'র সামগ্রিক কর্মদক্ষতা বাড়াবে। এটি তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য:

এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো এনএসডিএ (NSDA) এর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের (বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ট্রেইনার, অ্যাসেসর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের) একটি স্বচ্ছ, দ্রুত এবং কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় আনা। এর মাধ্যমে NSDA এর সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয়ভাবে ট্র্যাক করা।

প্রভাব:

অনলাইন মনিটরিং চালুর ফলে এনএসডিএ (NSDA) এর সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আসবে, কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং কার্যক্রমের নির্ভুলতা বাড়বে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে, সম্পদের অপচয় রোধ হবে এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতায়:

পরিকল্পনা ও দক্ষতামান অনুবিভাগ এবং নিবন্ধন ও সনদায়ন অনুবিভাগ।

পাইলটিং:

এনএসডিএ এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের মনিটরিং এর আওতায় আনয়ন

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগের মূল্যায়নের জন্য প্রধান সূচক (KPI) হবে এনএসডিএ এর মাসিক ও ত্রৈমাসিক কাজের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার, মনিটরিং ডেটা সংগ্রহের সময় হ্রাস এবং মনিটরিং রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের হার।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৫

২.৩ অনলাইন পেমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন

প্রেক্ষাপট:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)-তে অনলাইন পেমেন্ট পদ্ধতি বাস্তবায়ন সেবাকে সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছ করবে। এর মাধ্যমে আবেদন ফি, নিবন্ধন ফি, অ্যাসেসমেন্ট ফিসহ সকল পাওনা পরিশোধ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হবে যা সময় ও ব্যয় বাঁচাবে। এই পদক্ষেপ NSDA-এর দক্ষতা বাড়াবে এবং বাংলাদেশে 4IR বাস্তবায়নে অবদান রাখবে।

উদ্দেশ্য:

এ উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেবাকে সহজ, স্বচ্ছ ও দ্রুত করা। আবেদন ও নিবন্ধনের ফি পরিশোধ প্রক্রিয়াকে ডিজিটাল করার মাধ্যমে জনবল ও সময় সাশ্রয় করাও এর লক্ষ্য।

প্রভাব:

এই ব্যবস্থা চালু হলে সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি কমবে এবং NSDA-এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম আরও দক্ষ ও গতিশীল হবে। আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে যা প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াবে।

সহযোগিতায়:

নিবন্ধন ও সনদায়ন অনুবিভাগ।

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রধান সূচক (KPI) হবে অনলাইন পেমেন্ট গ্রহণের হার, লেনদেনের সময় হ্রাস এবং ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টির মাত্রা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৫

২.৪ কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেক্টরভিত্তিক দক্ষ কর্মী সৃজনে এনএসডিএ (NSDA)-এর কর্মচারীদের SoftSkill (CBT&A, e-GP, PPR, PPA, PPP) প্রশিক্ষণ প্রদান

পটভূমি:

নতুন প্রতিষ্ঠান হিসাবে এনএসডিএ এর সেক্টরভিত্তিক দক্ষ জনবলের স্বল্পতা রয়েছে যার জন্য এর কার্যক্রম দক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা বাধাগ্রস্ত হয় এবং সময়ক্ষেপণ হয়। এজন্য প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা বাড়াতে এবং সেক্টরভিত্তিক দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে কর্মচারীদের SoftSkill প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যাবশ্যক। এর ফলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী সৃজন সহজতর হবে।

উদ্দেশ্য:

খাতভিত্তিক দক্ষ কর্মী সৃজনের নিমিত্ত র্মচারীদের জন্য CBT&A, PPR, PPA, PPP, e-GP এর ওপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করাই এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে আরও কার্যকর ও পেশাদার হিসাবে গড়ে তোলা।

প্রভাব:

এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে NSDA এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের মানোন্নয়ন এবং দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হবে এবং দেশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে NSDA এর নেতৃত্ব আরও সুদৃঢ় হবে।

সহযোগিতায়:

পরিকল্পনা ও দক্ষতামান অনুবিভাগ এবং নিবন্ধন ও সনদায়ন অনুবিভাগ

পাইলটিং:

এনএসডিএ এর কর্মকর্তাদের জন্য Competency Based Training & Assessment (CBT&A) প্রশিক্ষণের আয়োজন।

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগ মূল্যায়নের প্রধান সূচক (KPI) হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি, অফিসের কাজ নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি এবং দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাদের কার্যকারিতা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

২.৫ দক্ষতা কার্যক্রমের আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগীকরণে দেশি এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক/ চুক্তি স্বাক্ষর

পটভূমি:

আন্তর্জাতিক ও দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা এখন এনএসডিএ এর অন্যতম প্রধান কাজ। TAFE (Technical and Further Education), Australia-এর মতো বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, কারিকুলাম ও সার্টিফিকেটের মান উন্নীত করা সম্ভব হবে। একইভাবে, TESDA (Technical Education and Skills Development Authority), Phillippines-এর মতো সফল মডেল থেকে দক্ষতা উন্নয়ন খাতের ব্যবস্থাপনা, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে। এছাড়া ব্রিটিস কাউন্সিল, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণকে আরও কর্মসংস্থানমুখী করা এবং উদ্যোক্তা তৈরিকে উৎসাহিত করা এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। এই সমঝোতাগুলো বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তিকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে আইসিটি ডিভিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা, দেশি ও বিদেশি শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ করা এবং যুবসমাজকে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রভাব:

আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম ও সনদের মানোন্নয়ন ঘটবে। ফলে দেশের দক্ষ জনশক্তির জন্য বিদেশে কাজের সুযোগ বাড়বে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

সহযোগিতায়:

এনএসডিএর অন্য ৩টি অনুবিভাগ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

পাইলটিং:

ব্রিটিস কাউন্সিল এর সাথে ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণ বিষয়ে সমঝোতা স্বারক/ চুক্তি স্বাক্ষর।

মূল্যায়ন:

প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার হার, সমঝোতা স্মারক/চুক্তি স্বাক্ষরের সংখ্যা, আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সনদের গ্রহণযোগ্যতা এবং নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান সফলভাবে অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এই উদ্যোগের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হবে।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: মার্চ, ২০২৬

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

৩.১ কার্যকর ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এনএসডিএ (NSDA)-এর কাঠামোগত সংস্কার সাধন ও আধুনিকায়ন

প্রেক্ষাপট:

শ্রমবাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নতুন প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি এবং দেশে ও বিদেশে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও বিদ্যমান সক্ষমতায় এনএসডিএ এক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। এজন্য এনএসডিএ (NSDA) এর সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত এর কাঠামোগত সংস্কার সাধন এবং কার্যকারিতা বাড়াতে এটি আধুনিকায়ন প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন, নতুন অনুবিভাগ/শাখা সৃজন এবং অদক্ষ/অকার্যকর শাখা/পদ বিলুপ্তি ও বিভাগীয় পর্যায়ে ৭টি শাখা অফিস সৃষ্টি করে এনএসডিএ'কে আরও গতিশীল, কর্যকর ও দক্ষ করা সম্ভব।

উদ্দেশ্য:

এই হালনাগাদকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো, দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সেবা প্রদান কার্যক্রম গতিময় ও সহজ করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও কার্যকর করা।

প্রভাব:

হালনাগাদকৃত সংগঠন/কাঠামো NSDA-এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করবে, কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বোপরি দেশে দক্ষ জনবল সৃজনে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে।

সহযোগিতা:

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

পাইলটিং:

এনএসডিএ (NSDA)-এর কাঠামোগত সংস্কার প্রস্তাবের খসড়া প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরণ।

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রধান সূচক (KPI) হবে প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা, সেবা প্রদানের সময়, জনবল সন্তুষ্টির মাত্রা এবং সেক্টরভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের হার।

মূল দায়িত্ব: সদস্য(প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৭

৩.২ Managed Service প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ সেবা সংগ্রহ

পটভূমি:

দক্ষতা সেক্টরের উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত নব্য প্রতিষ্ঠিত এনএসডিএ'তে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির স্বল্পতার জন্য এর কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া অভ্যন্তরীণ কর্মী বাহিনীকে স্বল্পতম সময়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এজন্য Managed Service প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ সংগ্রহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব পূরণ করা অপরিহার্য।

উদ্দেশ্য:

এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো এনএসডিএ'র জন্য Managed Service প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান ও আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের সেবা নিশ্চিত করা। এতে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বাড়ানো এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

প্রভাব:

এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে NSDA এর কার্যক্রমে দক্ষতা ও গুণগত মানের উন্নয়ন হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে NSDA বিশ্বমানের সেবা প্রদান করতে পারবে।

সহযোগিতা:

পরিকল্পনা ও দক্ষতামান অনুবিভাগ এবং নিবন্ধন ও সনদায়ন অনুবিভাগ

পাইলটিং:

এনএসডিএ এর জন্য একজন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও একজন আইটি বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ।

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগ মূল্যায়নের প্রধান সূচক (KPI) হবে সংগৃহীত বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা এবং কার্যক্রমের সফলতার হার।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৬

৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

৪.১ বিদ্যমান "জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২" হালনাগাদকরণ

প্রেক্ষাপট:

বিদ্যমান "জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২" হালনাগাদ করা অত্যন্ত জরুরি। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের (4IR) চ্যালেঞ্জ, উদীয়মান প্রযুক্তির প্রভাব এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারের দ্রুত পরিবর্তনশীল চাহিদা বিবেচনা করে নীতিমালায় নতুন দিকনির্দেশনা যোগ করা উচিত। এটি দেশের দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

উদ্দেশ্য:

এই হালনাগাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, শ্রমবাজারের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা অনুযায়ী একটি যুগোপযোগী ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা। এটি দেশে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

প্রভাব:

হালনাগাদকৃত নীতি বাস্তবায়িত হলে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং দক্ষ জনবল বৈশ্বিক শ্রমবাজারের জন্য আরও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে এবং বৈদেশিক রেমিটেন্সের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

পাইলটিং:

সংশোধিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২২ এর খসড়া তৈরি ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরণ

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রধান সূচক (KPI) হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সংখ্যা, কর্মসংস্থানের হার, নিয়োগকর্তাদের সন্তুষ্টি, সমাজের পিছিয়ে পড়াদের প্রশিক্ষণের হার এবং নতুন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত দক্ষতা কোর্সের সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর, ২০২৭

৪.২ বিদ্যমান "জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৭ (National action Plan, 2022-2027)" যুগোপযোগীকরণসহ অনলাইন প্লাটফর্ম National Action Portal (NSP) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন

পটভূমি:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)-এর জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৭ শ্রমবাজারের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে হালনাগাদ করা প্রয়োজন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নতুন নতুন প্রযুক্তি (যেমন AI, IoT ইত্যাদি) এবং সবুজ দক্ষতা (Green Skills) অন্তর্ভুক্ত করে এটি আরও যুগোপযোগী করা দরকার। এতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে পরিকল্পনাটি আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদানের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে তা "বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (BNQF)" এর বিধান মোতাবেক লেভেলভিত্তিক ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করলে তা দক্ষ জনবল সৃজনে সহায়ক হবে।

উদ্দেশ্য:

এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হলো, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য একটি স্বচ্ছ ও সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। এর ফলে দক্ষতা উন্নয়নের সকল কার্যক্রম, অগ্রগতি এবং ফলাফল কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা সহজ হবে।

প্রভাব:

NSP এর সাথে সংযুক্তির ফলে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজ, দ্রুত ও দক্ষ হবে। প্রশিক্ষণার্থী, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান সহজ হবে এবং ডেটাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে। ফলে দেশের দক্ষতা উন্নয়ন খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ এবং নিবন্ধন ও সনদায়ন অনুবিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান

পাইলটিং:

"জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৭" অনলাইনে রূপান্তর তথা NSP এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন শুরু।

মূল্যায়ন:

এ উদ্যোগ মূল্যায়নের জন্য কিছু প্রধান সূচক (KPI) ব্যবহার করা হবে, যেমন - পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণের হার, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের হার এবং অংশীজনদের সন্তুষ্টির মাত্রা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট)

বাস্তবায়ন সময়কাল: জুন ২০২৬

৪.৩ জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল (National Skills Portal- NSP) এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন

প্রেক্ষাপট:

জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল (NSP)-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন দেশের দক্ষতা উন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। এটি একীভূত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, শিল্প দক্ষতা পরিষদ ও নিয়োগকর্তারা সংযুক্ত হতে পারবেন। ১৬টি মডিউল সম্বলিত জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল (NSP) টির পূর্ণাঙ্গ চালুকরণে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। পোর্টালটির ব্যবহারবান্ধব নকশা, হালনাগাদ তথ্য এবং অনলাইন সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণসহ পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা গেলে এটি দেশে দক্ষ জনবল তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

উদ্দেশ্য:

NSP-এর মূল উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকর্তাদের এক ছাতার নিচে নিয়ে আসা। এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন, নিবন্ধন, সনদ ইস্যু ও সনদ যাচাই প্রক্রিয়া সহজ হবে।

প্রভাব:

পোর্টালটি চালু হলে দক্ষতা উন্নয়ন খাতে সেবার মান উন্নত হবে, সময় ও খরচ সাশ্রয় হবে, এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে।

সহযোগিতায়:

প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

মূল্যায়ন:

NSP-এর কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রধান সূচক (KPI) হবে পোর্টাল ব্যবহারকারীর সংখ্যা, অনলাইন সেবা গ্রহণের হার এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থান ট্র্যাকিং। এই সূচকগুলো পোর্টালের সফলতা পরিমাপ করবে।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৫

৪.৪ দক্ষতা কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার এবং সনদ জালিয়াতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

প্রেক্ষাপট:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এর কার্যক্রমের সাথে প্রায়শই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের দ্বৈততা, আবেদন প্রক্রিয়ায় তথ্যের অসামঞ্জস্যতা এবং জাল সনদের কারণে স্বচ্ছতা ব্যাহত ও সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, এনটিআরসি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)-এর চুক্তি স্বাক্ষর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে কাজের দ্বৈততা পরিহার হবে, প্রশিক্ষণার্থী/ অ্যাসেসর/ট্রেইনার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও জন্ম সনদ যাচাই প্রক্রিয়া সহজ হবে এবং প্রশিক্ষণার্থী ও অন্যান্য আবেদনকারীর পরিচয় নিশ্চিতকরণে স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা আসবে। এটি NSDA-এর কার্যক্রমে জবাবদিহিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।

উদ্দেশ্য:

এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো, কাজের দ্বৈততা পরিহার, আবেদনকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও জন্ম সনদ তাৎক্ষণিক এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করা। এর মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম ও আবেদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত হবে।

প্রভাব:

চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে NSDA-এর কার্যক্রমে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে, সংশ্লিষ্টদের স্বতন্ত্র পরিচিত নম্বর প্রদান এবং জালিয়াতির সুযোগ কমে যাবে। এর ফলে সময় ও জনবলের অপচয়ও রোধ হবে।

সহযোগিতায়:

এনএসডিএর অন্য ৩টি অনুবিভাগ, প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, এনটিআরসিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

পাইলটিং:

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ও রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এর সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও জন্ম সনদ যাচাই এর নিমিত্ত চুক্তি স্বাক্ষর।

মূল্যায়ন:

এই উদ্যোগের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রধান সূচক (KPI) হবে যাচাই প্রক্রিয়ায় সফলতার হার, জাল সনদের আবেদন সংখ্যা হ্রাস এবং আবেদন নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় সময় কমে আসা।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৬

৪.৫ এনএসডিএ প্রদত্ত দক্ষতা সনদকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের (TUV SUD, TAKAMOL) সাথে চুক্তি/ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

পটভূমি:

এনএসডিএসহ এ দেশের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত 'দক্ষতা সনদ' আন্তর্জাতিকভাবে তেমন স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা পায় না যার দরুণ এ দেশের শ্রমিকরা বিদেশে কাঙ্খিত মাত্রায় বেতন/ মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান দক্ষ জনশক্তিকে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী করার জন্য এনএসডিএ (NSDA) কে তাদের দক্ষতা সনদের মান উন্নয়নে কাজ করা অপরিহার্য। দেশের ভেতরের প্রশিক্ষণকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে এবং বিদেশি চাকরির বাজারে সনদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান যেমন জার্মানির TUV SUD এবং সৌদি আরবের TAKAMOL এর মতো সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

উদ্দেশ্য:

উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো এনএসডিএ এর সনদকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিরীক্ষা ও প্রত্যয়ন করা। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তির জন্য বিদেশে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

প্রভাব:

এই উদ্যোগের ফলে এনএসডিএ এর দক্ষতা সনদের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। দেশের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান উন্নত হবে এবং প্রশিক্ষণের কারিকুলাম আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা সম্ভব হবে।

সহযোগিতায়:

এনএসডিএর অন্য ৩টি অনুবিভাগ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

পাইলটিং:

জার্মানির TUV SUD এর সাথে যৌথ দক্ষতা সনদায়নের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক/ চুক্তি স্বাক্ষর।

মূল্যায়ন:

এই উদ্যোগের সফলতা মূল্যায়ন করা হবে বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধির হার এবং তাদের প্রাপ্ত বেতনের উন্নতির ওপর ভিত্তি করে। একই সাথে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যৌথ নিরীক্ষা ও মান যাচাই কার্যক্রমের মাধ্যমে সনদের গুণগত মান বজায় রাখা হবে।

মূল দায়িত্ব: সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বাস্তবায়ন সময়কাল: ডিসেম্বর ২০২৮

পাইলট উদ্যোগ: (সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৫)

কার্যকর ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এনএসডিএ (NSDA) এর কাঠামোগত সংস্কার প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরণ

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা :

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) বাংলাদেশে দক্ষতা সেক্টরের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮৮ টি অনুমোদিত পদ নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে কার্যক্রম শুরু করে। কালের পরিক্রমায় বর্তমানে সারাদেশে ১৪০৩ টি নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ১৬ টি শিল্প দক্ষতা পরিষদসহ অন্যান্য অংশীজন নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাঠ পর্যায়ে কোনো অফিস না থাকা এবং কেন্দ্রীয় অফিসে জনবলের স্বল্পতার জন্য এনএসডিএ'র পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা কষ্টকর হচ্ছে।

সমস্যার কারণ:

(ক) মানব সম্পদের ব্যাপক স্বল্পতা:
মাঠ পর্যায়ে কোনো অফিস না থাকা এবং একমাত্র অফিসে জনবলের ব্যাপক স্বল্পতা থাকায় সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা কষ্টকর।

(খ) দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো:
এনএসডিএ এর বর্তমান কাঠামো বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে যথেষ্ট নয়। ফলে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে প্রায়ই সমন্বয়হীনতা দেখা যায়।

(গ) সীমিত আইনগত ক্ষমতা:
এনএসডিএ এর একটি নির্দিষ্ট আইন থাকলেও এর ক্ষমতা বিভিন্ন অংশীজনের ওপর কার্যকর প্রভাব ফেলার জন্য যথেষ্ট নয়। এর ফলে নীতি বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধানে সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়।

(ঘ) অপর্যাপ্ত মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ:
এনএসডিএ এর স্বল্প সংখ্যক কর্মীর মধ্যে আধুনিক দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। জনবল স্বল্পতা হেতু কর্মীদের পেশাদারিত্ব ও কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য সুযোগ সীমিত।

(ঙ) সীমিত বাজেট ও সম্পদ:
বাজেট ও সম্পদের অপ্রতুলতা এনএসডিএ এর কার্যক্রমে বড় বাধা। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, গবেষণার জন্য অর্থায়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির বিস্তার সীমিত করে।

(চ) অস্পষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব:

এনএসডিএ এর ভূমিকা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে এর সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট যা কর্মক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে বাধা দেয়।

সমস্যার ফলাফল:

(১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন হয় না। এতে কার্যক্রম সম্পাদন বাধাগ্রস্ত হয়।
(২) মাঠ পর্যায়ে কোনো অফিস না থাকায় বিভিন্ন অংশীজনকে ঢাকায় আসতে হয়। এতে সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
(৩) সময়মত সেবা প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়।
(৪) জনবলের স্বল্পতা হেতু কার্যকর সমন্বয় না হওয়ায় একই কাজের দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়।
(৫) মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বল। ফলে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায় না।
(৬) দ্রুত তথ্য যাচাই ও মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। ফলে কাজের গুণগত মান হ্রাস পায়।
(৭) সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (পাইলটিং বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায় ও ফলাফল উল্লেখ করুন):

এনএসডিএ দেশের দক্ষতা সেক্টরের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রায় ৩২ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৭৬ টি দপ্তর/সংস্থা, ১৪০৩ টি নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ১৬ টি শিল্প দক্ষতা পরিষদ, বিভিন্ন এনজিও, বিশ্ববিদ্যালয়, দেশি-বিদেশি সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩১৬ টি কম্পিটেন্সি স্ট্যাণ্ডার্ড, ৫০০ টি কম্পিটেন্সি বেসড লার্নিং ম্যাটেরিয়ালসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করেছে এবং নিয়মিতভাবে এ কাজ চলমান রয়েছে। নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিং, অ্যাসেসর পুলভুক্তি, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং সর্বোপরি প্রতি সপ্তাহে অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা ও সনদায়নসহ আরো অন্যান্য কাজকর্ম করা হয়ে থাকে। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের শেষার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১.৫ লক্ষ দক্ষ কর্মীকে দক্ষতার সনদ প্রদান করা হয়েছে। মঞ্জুরিকৃত ৮৮ টি পদের মধ্যে কর্মরত ৬৬ টি জনবল নিয়ে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করা সত্যিই কষ্টকর। এ সমস্যা সমাধানের জন্য একদিকে যেমন বর্তমান কার্যালয়ের জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি রাজধানীর বাইরে তথা বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস স্থাপন করা জরুরি। এ সমস্ত কারণে এনএসডিএ এর কাঠামোগত সংস্কার করা অপরিহার্য।

ফলাফল:

কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। ফলে সেবাগ্রহীতাদের সময়, খরচ ও ভ্রমণ হ্রাস পাবে।
সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের মাধ্যমে সার্বিক দক্ষতা কার্যক্রমের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে।
একটি একীভুত দক্ষতা ইকোসিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।
দক্ষতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের যুগোপযোগীকরণ ও আধুনিকায়ন সহজ হবে।
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একই কাজের পুনরাবৃত্তি রোধ হবে।
দেশে ও বিদেশে এনএসডিএ এর সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের নাম:
কার্যকর ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এনএসডিএ (NSDA) এর কাঠামোগত সংস্কার প্রস্তাব প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরণ।

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে?
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)।

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে? পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?
এনএসডিএ'তে।
যৌক্তিকতা: পূর্ণাঙ্গ সংস্কার উদ্যোগটি বাস্তবায়নের সাথে কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ জড়িত এবং এর ফলে এটি বাস্তবায়নে সময় অনেক বেশি লাগবে বিধায় এ উদ্যোগের পাইলটিং করা অপরিহার্য।

(ঘ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন শেষ হবে?
সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৫

(ঙ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে এবং কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে?
আউটসোর্স/ম্যানেজড সার্ভিসের পরিবর্তে নিজস্ব জনবল দিয়ে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে। এর ফলে ৩/৪ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে

(ক) নীতিনির্ধারক পর্যায়:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ:

(১) উদ্যোগটি অনুমোদন, নির্দেশনা প্রদান এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন;

(২) উদ্যোগটি মনিটরিং ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) বাস্তবায়ন পর্যায়:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগঃ

(১) বিদ্যমান জনবল কাঠামো পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ;

(২) সংশ্লিষ্ট পদসমূহের দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুনির্দিষ্টকরণ;

৩) এনএসডিএ এর সকল অনুবিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের সাথে কর্মশালা/সেমিনার/ মতবিনিময় এর ব্যবস্থাকরণ;

(৪) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুযায়ী খসড়া প্রস্তুতকরণ;

(৫) প্রয়োজনীয় জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ।

(গ) নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন পর্যায়:

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ:

(১) যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে কি না যাচাইকরণ;

(২) সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতি'র সাথে সাংঘর্ষিক কি না তা মূল্যায়ন।

(ঘ) অনুমোদন ও চূড়ান্তকরণ পর্যায়:

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ:

(১) প্রণীত কাঠামোগত সংস্কার উদ্যোগটি যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক অনুমোদন করা ও জারি করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

(ক) মানব সম্পদ:

(১) কাঠামোগত সংস্কার উদ্যোগটি এনএসডিএ এর প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগের প্রশিক্ষিত জনবলের দ্বারা প্রস্তুতকরণ;

(২) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগের খসড়টি যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রেরণ;

(৩) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মী বাহিনী কর্তৃক প্রণীত খসড়া উদ্যোগটি মূল্যায়ন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও জারিকরণ।

(খ) আর্থিক পরিসম্পদ:

উদ্যোগের ওপরে কর্মশালা/সেমিনার/ মতবিনিময় সভা এবং অন্যান্য বিভিন্ন সভা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় এনএসডিএ এর

রাজস্ব/পরিচালন বাজেট হতে নির্বাহ করা হবে।

(গ) প্রযুক্তিগত সম্পদ:

এ উদ্যোগটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি টেকসইকরণ বিষয়ে কী কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও এর বন্ধ হওয়া রোধে করণীয়:

(১) উদ্যোগটি বাস্তবায়নের জন্য পৃথক টাস্কফোর্স/ কমিটি গঠন;

(২) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়মিত রিভিউ মিটিং ও অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(৩) রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর জন্য বিকল্প কর্মপরিকল্পনা তৈরি;

(৪) উদ্যোগটি বাস্তবায়নের সাথে জড়িতদের প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

(খ) অভিষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা:

(১) এনএসডি এর নিজস্ব জনবলের মধ্যে এর উপকারিতা(কাজের পরিমাণ হ্রাস, পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি) সম্পর্কে অবহিত করা;

(২) বিভাগীয় পর্যায়ে শাখা অফিস স্থাপন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিতকরণ;

(৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এনএসডিএ এর শাখা অফিস সম্পর্কে অবহিত করা যাতে আন্তঃসমন্বয় সহজতর হয়।

(গ) মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা:

(১) নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি হচ্ছে কি না তা নিয়মিত মনিটরিং;

(২) সম্পাদিত কাজের মান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুযায়ী হচ্ছে কি না তার মূল্যায়ন।

(ঘ) রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ কৌশল(রাজধানীর বাইরে অফিস স্থাপন):

(১) উদ্যোগটি যাতে যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়(প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ) কর্তৃক অনুমোদিত হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) প্রয়োজনে উক্ত মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অবহিতকরণ সভা/ কর্মশালার আয়োজন;

(৩) বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যক্রম সুনির্দিষ্টকরণ ও জরুরি বাস্তবায়ন যাতে শাখা অফিস স্থাপন ত্বরান্বিত হয়।

উপসংহার :

আলোচ্য সংস্কার উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের দক্ষতা সেক্টরের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের ভিত্তিতে দক্ষতা কার্যক্রমের আধুনিকায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃজন, দক্ষ জনবলের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ সহজতর হবে।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

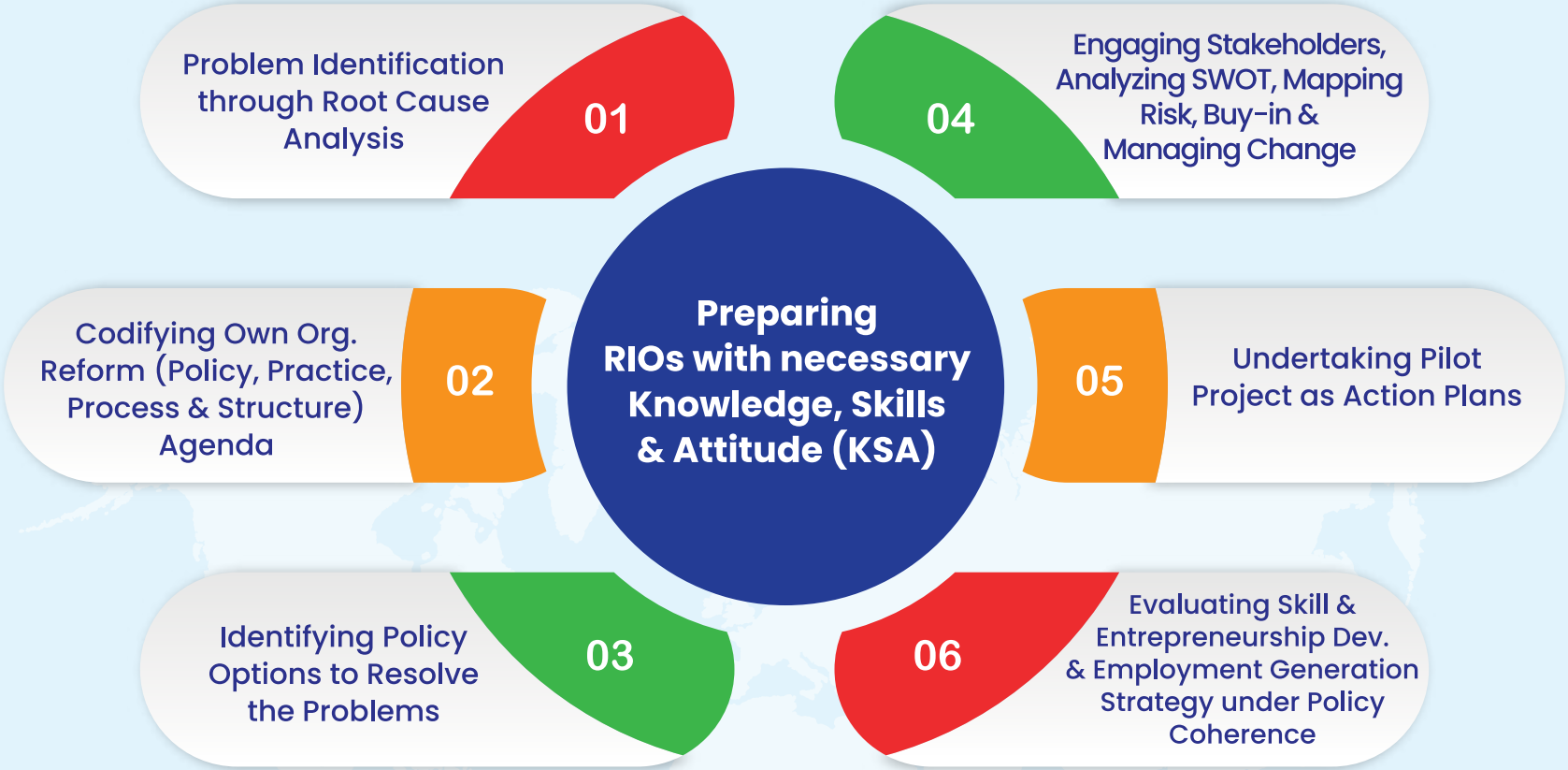

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ